বাংলাদেশে সরকারী সফর শেষে জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ডক্টর ক্লাউডিয়া মালার-এর বয়স্ক ব্যক্তিদের সব ধরণের মানবাধিকার ভোগের বিষয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তাবনা

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর ২০২২

সরকারের আমন্ত্রণে বয়স্ক ব্যক্তিদের মানবাধিকার ভোগ বিষয়ক জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমার সরকারী সফর আজ শেষ করেছি। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশ্বব্যাপি বয়স্ক ব্যক্তিদের মানবাধিকার অর্জন, অগ্রগতি, সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে।

শুরুতেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানদন্ড অনুযায়ী এবং বিদ্যমান আইনের আওতায় বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রাপ্ত সব মানবাধিকার কতটা অর্জিত হয়েছে বা কোন স্তরে রয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান প্রয়োজন ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে এদের অভিজ্ঞতা কী সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে আমাকে এই সফরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমার আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি।

গত ১১ দিনে আমি ঢাকা, রংপুর এর বিভিন্ন অঞ্চল (কুড়িগ্রাম, উলিপুর ও চিলমারী), চট্টগ্রাম ও সীতাকুন্ডু পরিদর্শন করেছি। আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এবং জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, জাতিসংঘের কর্মরত প্রতিনিধি, ডাক্তার এবং হাসপাতাল প্রধান, বিভিন্ন কমিউনিটি প্রধান, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ সংক্রান্ত সংগঠন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা থেকে আসা বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেছি।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী এবং ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধির পাশাপাশি বাংলাদেশে অবস্থিত ইউনাইটেড ন্যাশনস কান্ট্রি টিম এবং জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার অফিসকে আমার এই সফরকে ফলপ্রসূ করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য। যারা সময় ব্যয় করে আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ চাই।

এখন আমি আপনাদের সঙ্গে কয়েকটি প্রাথমিক এবং অ-সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে চাই। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের কাছে অন্যান্য প্রতিবেদনের সঙ্গে আরো একটি বিস্তারিত ও গভীরভাবে বর্ণিত প্রতিবেদন পেশ করা হবে।

বিষয়

বাংলাদেশে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মৃত্যুহার কমিয়ে আনার যে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা খুবই ইতিবাচক। দেশটিতে গত ৫০ বছরে গড় আয়ুস্কাল ২৬ বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সালে যে গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর তা ২০২০ সালে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে জন্মহার কমিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘায়ূও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে জনসংখ্যার হিসাবে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর শতকরা হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে (২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী ১ কোটি ৫৩ লাখ বয়স্ক মানুষ রয়েছে যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ)(১)। এর অর্থ হলো, এই যে বয়স্ক জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী যাদের বয়স ৬০ বছরের উপরে, তারা ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি ৫ জনের ১ জন হিসাবে থাকবেন(২)।

যেহেতু বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে এই জনসংখ্যাজনিত পরিবর্তন বাংলাদেশের সমাজে একটি গভীর প্রভাব তৈরি করছে এবং বয়সজনিত মানবাধিকার প্রশ্নে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটকে কোভিড-১৯ মহামারী এবং বিশেষ করে খাদ্য ও জ্বালানী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইউক্রেন যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব আরো তীব্র করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট অব্যাহত হুমকীর ঘটনাবলী দেশটিকে আরো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে। বাংলাদেশে ২০২৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যার প্রভাব ও উত্তেজনা আমার সফরের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশটির এইরকম পরিস্থিতিতে বয়স্ক মানুষদের মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে একটি জটিল প্রভাব পড়ছে। এই সমস্যাগুলিকে বিবেচনায় রাখা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৮২ সালে ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন অন এজিং গৃহীত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো একটি ন্যাশনাল কমিটি অন এজিং প্রতিষ্ঠা করা হয়। বয়সজনিত বিষয়কে বিবেচনায় নিতে এটিই ছিল সরকারি পর্যায়ে প্রথম উদ্যোগ বা প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কোভিড-১৯ শুরু হলে এই কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তবে আমাকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে এই কমিটি শিঘ্রই পূনর্গঠন করা হবে।

‘ন্যাশনাল পলিসি অন ওল্ডার পারসন ২০১৩’ হলো বাংলাদেশে বয়স্ক মানুষদের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার একটি অন্যতম প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই নীতি অনুসারে সকল ষাট বছর এবং তদোর্ধ বয়সের মানুষকে 'সিনিয়র সিটিজেন' হিসাবে বিবেচনা করা এবং তাদের কমিউনিটির মধ্যে অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা রয়েছে। এতে যোগাযোগ ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার প্রতি জোর দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে তাদের প্রতি যত্ন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তাগুলির দিকেও নজর দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু এই জাতিয় নীতি গৃহীত হওয়ার পর ৯ বছর পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। এর কারণ হলো সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে কর্ম পরিকল্পনা তৈরির অনুপস্থিতি। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমার জোরালো পরামর্শ থাকবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বয়স্ক মানুষদের প্রয়োজনগুলি কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে এবং সেই সঙ্গে পলিসি বাস্তবায়ন

মনিটর করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার। এই মনিটরিং বডি বয়স্কদের কল্যান ও মানবাধিকার বিষয়গুলিতে সরকারেক পরামর্শও দিতে পারবে।

.....

১) সমাজকল্যান কল্যান মন্ত্রণালয়ের পরিবেশিত তথ্য

২) https://ageingasia.org/ageing-population-bangladesh/

বয়সবাদ এবং বয়স-বৈষম্য

বাংলাদেশের সমাজে প্রান্তিক পর্যায় থেকে সরকারের স্তর পর্যন্ত বয়সবাদ এবং বয়স বৈষম্যের ধারণা সম্পর্কে সাধারণভাবে অজানা।

এই ধারণাগুলি গভীরভাবে অভ্যন্তরীণ বলে প্রতীয়মান হয় এবং সহজেই কাঠামোগতভাবে বয়সবাদ তৈরি করে যা শনাক্ত করা যায় না। বাংলাদেশি আইনে বৃদ্ধ বয়স যেহেতু সুনির্দিষ্ট বৈষম্যের কারণ বলে বিবেচনা করা হয় না, তাই বয়সজনিত বৈষম্যকে উপেক্ষা করা হয় এবং এটাই ন্যায়সঙ্গত হিসাবে স্বাভাবিক আচরণ বলে ধরে নেওয়া হয়। সুশীল সমাজ প্রতিনিধিদের এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার পুরো আলোচনা থেকে আমি জানতে এবং বুঝতে পেরেছি যে বয়স্ক লোকেদের পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত এবং সরকার দ্বারা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমান তদারকি করা হয় না। আমার আয়োজন করা কিছু কথোপকথনে যখনই বয়স্ক মানুষদের সমাজে ভূমিকা এবং বিশেষ করে তাদের কর্মক্ষমতা থেকে সরে আসা নিয়ে আলোচনা করেছি, তখনই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বাঁধাধরা একই নেতিবাচক একঘেয়েমির কথা জানিয়েছেন। এই বয়সবাদ একঘেয়েমি এবং ভুল ধারণাগুলোর বিস্তার রোধ করতে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার প্রচারাভিযান বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে যা জনসাধারণকে সমাজে বয়স্ক মানুষদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা জানিয়ে দেবে। এটা একই সঙ্গে ধারণা পাল্টে দিতে সাহায্য করতে পারে যে বৃদ্ধ মানুষরা কোনো দান গ্রহীতা নয়, বরং তারা তাদের হিস্যার দাবিদার।

এটা জেনে আমি খুশি হয়েছি যে কিছু আইনী সুরক্ষার ঘাটতি পূরণ করতে সম্প্রতি জাতীয় সংসদে (পার্লামেন্টে) একটি এন্টি-ডিসক্রিমিনেশন বিল বা বৈষম্যবিরোধী বিল উত্থাপন করা হয়েছে। বয়স যে বৈষম্যের একটি উপলক্ষ সেটাকে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। কিন্তু বর্তমান বিলে সেটার ঘাটতি আছে। এই ধরনের সংযোজন হবে একটি ইতিবাচক এবং ভবিষ্যৎমুখী পদক্ষেপ যা বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং তাদের অধিকারকে সম্মান করার প্রয়োজনীয়তা আরও তুলে ধরতে পারে।

বাংলাদেশে বয়স্ক ব্যক্তিদের চরম বয়স-বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়ার সবচেয়ে দৃশ্যমান স্থানগুলির মধ্যে একটি হল শ্রমবাজার বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজার। আমার অধিকাংশ বৈঠকে বয়স্ক ব্যক্তিরা তুলে ধরেছেন, তাদের কর্মসংস্থানের সন্ধানে কাঠামোগত বয়সবাদ তাদের কাজের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কীভাবে ধৃষ্টতা করেছে, অথবা এটি তাদের চাকরির নিরাপত্তাকে কীভাবে

প্রভাবিত করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, চট্টগ্রামের একজন ৭৫ বছর বয়সী জাহাজ ভাঙা শ্রমিক আমাকে জানিয়েছেন, যে সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য উপার্জনকারী হিসাবে ইয়ার্ডে কাজ চালিয়ে যেতে তিনি নিজেও তার বয়স নিয়ে মিথ্যা বলেছেন। নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়া চলাকালেও তরুণদের তুলনায় বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের খবর পাওয়া গিয়েছে। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে খুব কমই আলোচনা করা হয় এবং বয়স্ক নারীদের এই দৃষ্টান্তে কখনোই আমন্ত্রণ জানানো হয় না।

সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৫ (ডি) অনুচ্ছেদে সামাজিক সুরক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, যাকে সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদও সমর্থন করে। বিধবা ও বৃদ্ধসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বড়ই প্রয়োজন।

১০০ টিরও বেশি অসম কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পটি টুকরো টুকরো। বাংলাদেশ বর্তমানে এই কর্মসূচিগুলোকে একটি সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করতে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কাজ করছে। আমি এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই যা প্রোগ্রামগুলির মধ্যে আরও ভাল সমন্বয় নিশ্চিত করবে এবং অনেক বয়স্ক ব্যক্তি যাদের সাথে আমি দেখা করেছি তাদের দ্বারা অত্যন্ত আমলাতান্ত্রিক হিসাবে দেখা পদ্ধতিগুলিকে সহজতর করবে।

বর্তমানে এই কর্মসূচিগুলোকে একটি সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় একীভূত করতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কাজ করছে। আমি এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই যা প্রকল্পগুলোর মধ্যে আরও ভাল সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারে। এবং যাদের সাথে আমি সাক্ষাত করেছি তাদের দ্বারা ভীষণভাবে আমলাতান্ত্রিক হিসাবে বিবেচিত প্রক্রিয়াগুলিকে সহজতর করতে পারে।

ওল্ড এজ এলাওয়েন্স(ওএএ) বা বয়স্ক ভাতা একটি অপরিহার্য (নন-কন্ট্রিবিউটরি) অনুৎপাদনশীল নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পের জন্য সহায়ক। প্রতি মাসে ৫০০ টাকার এই নগদ হস্তান্তর প্রকল্প বয়স্ক ব্যক্তিদের উপলক্ষ্য করে (৬২ বছর বয়সী নারীদের জন্য এবং ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী পুরুষ বয়স্কদের জন্য), যারা দুর্বল পরিস্থিতিতে এবং দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। এই দৃষ্টান্তমূলক বয়স্ক ভাতা প্রকল্প বর্তমানে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৫৭ লাখ বয়স্ক মানুষকে (যা এই বয়স সীমার ৪৩ শতাংশ) উপকৃত করছে। তবে এটি একটি উদ্বেগের বিষয় যে এই ভাতা পাওয়ার যোগ্য কিছু বৃদ্ধ মানুষ এই প্রকল্প সম্পর্কে এখনো ওয়াকিবহাল নয় এবং বাকী অনেকেই তাদের আবেদন গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন বরাদ্ধ অর্থ সীমিত হওয়ার কারণে।

সব বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর ঘাটতির কারণে, আমাকে জানানো হয়েছে যে কিছু বেসরকারী সংস্থা তাদেরকে দাতা সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত তহবিল থেকে ভাতা প্রদান করে থাকে। আমি বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে এটাও শুনেছি যে ৫০০ টাকা একটি

সন্মানজনক জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাদের মতে, তাদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে বয়স্ক ভাতা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকায় উন্নীত করা উচিত। আমি ওইসকল বয়স্ক ব্যক্তিদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দের অগ্রাধিকারের পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করার জন্য আমি সুপারিশ করি, যারা বর্তমান সংকটের কারণে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা একটি বিশাল প্রভাবের সম্মুখীন হবে।

এটা জেনে আমার ভালো লেগেছে যে ভাতা উত্তলোন করার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু ব্যাংক বয়স্ক ব্যক্তিদের আলাদা লাইন এবং ছায়া ঢাকা অপেক্ষা করার জন্য জায়গা তৈরি করেছে। অধিকন্তু বৈদ্যুতিক মাধ্যমে ভাতা গ্রহণের সুবিধার জন্য যেমন জি২পি(সরকার থেকে ব্যক্তি) অথবা বিকাশ ব্যবস্থা রয়েছে যা বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রায়ই ব্যবহার করছেন। এই ব্যবস্থা সুবিধাভোগিদের জন্য অর্থ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে।

আমি জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়েছি যে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর বয়স্ক অভিবাসী শ্রমিকরা প্রায়শই তাদের পরিবারের অভ্যন্তরেই কলঙ্ক এবং বৈষম্যের শিকার হন। বয়স্ক অভিবাসী শ্রমিকরা কোন পেনশন পান না, যা তাদেরকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং আর্থিক নানা সংকটের উচ্চ ঝুঁকিতে ফেলে।

স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি

আমার সফরকালে বয়স্ক ব্যক্তিরা আমাকে জানিয়েছেন, বয়স্কদের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকার তাদের অন্যতম একটি উদ্বেগের বিষয়। আমাকে জানানো হয়েছে যে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অর্থায়ন পর্যাপ্ত নয় এবং অত্যন্ত জনাকীর্ণ। যে কারণে মানুষজন সাধারণত প্রাইভেট স্বাস্থ্য সেবার উপর নির্ভর করে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই সামাজিক সুরক্ষা অথবা বয়স্ক ভাতা’ র উপর নির্ভর করা ছাড়া এই ব্যয় ভার বহন করা বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বারা সম্ভব নয়।

আমি সরকারকে তাদের ২০১৮ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সম্মান করার জন্য আহ্বান জানাই যেখানে ৬৫ বছর বা তার অধিক বয়সী সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কথা রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবার প্রশ্নে বিশেষ চাহিদা রয়েছে। যদিও হাসপাতাল এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো বয়স্ক ব্যক্তিদের বয়স বিবেচনা না করে অন্যান্য প্রজন্মের ব্যক্তিদের সঙ্গে সমানভাবেই চিকিৎসা দিয়ে থাকে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশেরই কোনো জেরিয়েট্রিক কেয়ার বা বয়স্কদের বিশেষ পরিচর্যার স্থান নেই। যেটা আমি বুঝতে পারলাম তা হলো কিছু হাসপাতালে জেরিয়েট্রিক ডিপার্টমেন্ট বা ইউনিট আছে, কিন্তু ঢাকায় মাত্র একটি বেসরকারি হাসপাতাল ছাড়া বাংলাদেশে সরকারি কোনো জেরিয়েট্রিক হাসপাতাল নেই। সরকারি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এটা জানতে পেরে স্বস্তি পেয়েছি যে সরকার একটি জেরিয়েট্রিক হাসপাতাল তৈরির চিন্তা করছে। এটা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিশেষায়িতই হোক, অথবা সাধারণ পেশাদারই হোক তার বার্দ্ধক্যের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যে কীভাবে সম্পাদন করা যায়। হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে বয়স্ক ব্যক্তিদের

প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা উচিত এবং তাদের অপেক্ষা করার জন্য আলাদা আসন বিন্যাস করা প্রয়োজন। যেমনটি আমি রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হসপিটাল পরিদর্শনকালে দেখেছি।

বিনামূল্যে ঔষুধ পাওয়ার বিষয়টি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আরো একটি প্রতিবন্ধকতা। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলির ২৭ টি প্রয়োজনীয় ঔষুধের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে অধিকাংশ কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই গড়ে ১১ টি প্রয়োজনীয় অষুধ পাওয়া যায়। যে কারনে বয়স্ক ব্যক্তিদের তাদের আয়ের এবং বয়স্ক ভাতার অর্থ ঔষুধের পেছনেই ব্যয় করতে হয়। চিকিৎসা সেবায় পকেট থেকে এই ব্যয় অত্যন্ত বেশি।

জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে এবং জলবায়ুজনিত দুর্বিপাকপ্রবণ এলাকায় বয়স্ক ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা পাওয়া অত্যন্ত দুস্কর। বয়স্ক ব্যক্তিদের বন্যার সঙ্গে যুক্ত ডায়রিয়া এবং টাইফয়েড জ্বরে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর কারণ সুপেয় পানির অভাব। তাদের অধিকাংশেরই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকে না, যা তাদের মৃত্যু ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়।

আমি জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়েছি যে চট্টগ্রামের জাহাজ ভাঙা শিল্পের শ্রমিকদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত জাহাজভাঙা বর্জ্যধুলো গ্রহণ করার ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার এবং শ্বাসযন্ত্রে নানা সমস্যা হয়ে থাকে। তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয় না। এবং কোনোভাবে আহত অথবা দুর্ঘটনা কবলিত হলেও তাদের যত্ন নেওয়া হয় না। আমি শুনে আরো উদ্বিগ্ন হয়েছি যে অধিকাংশ বৃদ্ধ শ্রমিক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা চাইতে পারেন না এবং ঔষুধ কিনতে অপারগ হন।

বাংলাদেশে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ কোভিড-১৯ এর প্রথম এবং দ্বিতয়ি ডোজ গ্রহণ করেছে। জেনে খুশি হয়েছি যে ৫০ বৎসরের উর্ধে ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো মহামারির সময় খোলা রাখা হয়েছিল। কিন্তু সুশীল সমাজ বিষয়ক সংগঠনগুলোর কাছ থেকে জেনে উদ্বিগ্ন হয়েছি যে প্রচুর সংখ্যায় বৃদ্ধ মানুষ কোভিড-১৯ এর শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা

বাংলাদেশে রয়েছে পরিবারতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের মানুষেরা দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে পরিবারের বৃদ্ধজনসহ আত্মীয়দের সেবা দিয়ে থাকে। অধকাংশ বয়স্ক মানুষ তাদের সন্তানদের সঙ্গে বর্ধিষ্ণু পরিবারে বসবাস করলেও, বাংলাদেশে অধুনা বিবর্তিত একক পারিবারিক কাঠামো তৈরি হচ্ছে। সেই সঙ্গে সন্তানরা গ্রাম থেকে শহরে অবিভাসিত হচ্ছে, যা বৃদ্ধদের জন্য ঐতিহ্যবাহী সেবা ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

এই পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশ 'মেইনটেন্যান্স অব প্যারেন্টস অ্যাক্ট-২০১৩' আইন প্রণয়ন করেছে। সেখানে নির্দশনা দেওয়া হয়েছে যদি পিতা মাতা অথবা দাদা দাদীর সামর্থ না থাকে তাহলে তাদের সেবা ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে। আমি এটা জেনে উদ্বিগ্ন হয়েছি যে এই আইনে বয়স্ক ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের দায় ও বাধ্য বাধকতা রাষ্ট্রের বদলে প্রাথমিকভাবে পারিবারের সদস্যদের কর্তব্য হিসাবে বর্তানো হয়েছে। আমি এ কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা বৃদ্ধ মানুষদের সব মৌলিক সেবা, মানবাধিকার উন্নীত করা এবং সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার বিকল্প হতে পারে না। এই অইন তৈরির পর গত ৯ বছরে ৫টির কম নালিশ জানানো হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতিকার অথবা বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের হয়তো নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারের উচিত মানবাধিকার এবং চিকিৎসাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বয়স্ক ব্যক্তিদের যত্ন নেওয়া পরিবারগুলিকে আরও সহায়তা করার এবং কমিউনিটি ভিত্তিক যত্ন পরিষেবাগুলি বিকাশ করার জন্য জাতীয় হোম-কেয়ার প্রকল্প গড়ে তোলা রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের একটি ব্যবস্থা হলো বিতাড়িত বা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ মানুষদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলা। যেহেতু দেশে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা সীমিত, অবাধ তথ্য অবহতির মধ্য দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের জন্য একটি পরিস্কার মান তৈরি হওয়া উচিত, বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

অনেক বৃদ্ধ মানুষ আমাকে বলেছেন যে তারা একাকী বোধ করেন এবং তাদের নিজস্ব বলয়ে তারা বোঝা হতে চান না। আমি এ ব্যাপারে বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা, বিভিন্ন প্রজন্মের আত্মনির্ভরশীল ক্লাব সৃষ্টি অথবা সমবয়সীদের বিনোদন প্রশান্তির জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার সমর্থন করি। এমন পরিকল্পনাগুলো একাকীত্ব এবং সামাজিকভাবে নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে একটি ইতিবাচক ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। সেই সঙ্গে দরিদ্র এবং অনগ্রসর বয়স্ক ব্যক্তিদের কল্যানকে উন্নীত করে। এমন ব্যবস্থা বৃদ্ধ মানুষদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্লাটফর্ম তৈরি করে যেখানে তারা মানবাধিকারের দাবীগুলো উত্থাপন করতে পারেন এবং তাদের নিজস্ব বলয়ের মধ্যে নিজেদেরকে সক্ষম করে তুলতে পারেন।

অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বয়স্ক ব্যক্তিরা

* বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ এবং জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। জলবায়ু পরিবর্তজনিত ঘটনাগুলো বয়স্ক ব্যক্তিদের মানবাধিকারের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং এ জাতীয় প্রভাব বয়স-বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে। প্রভাবগুলি প্রায়ই দারিদ্র্য এবং অবস্থান, যেমন প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা বা উপকূলীয় অঞ্চল দ্বারা বৃদ্ধি পায়। আমার সফরের সময়ে বন্যা, ভূমিক্ষয়, সমুদ্রের

উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমিধস এবং ঘূর্ণিঝড়ে, বিশেষ করে, রংপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি।

বাংলাদেশ সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেশ কিছু কৌশল ও নীতি গ্রহণ করেছে। তবে এটি উদ্বেগের বিষয় যে, বেশিরভাগ উদ্যোগের ক্ষেত্রেই বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়নি, অথচ জরুরি পরিস্থিতিতে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদেরই ঝুঁকির শঙ্কা থাকে সবচেয়ে বেশি । জরুরি সময়ে, জরুরি পরিকল্পনা থেকে বয়োবৃদ্ধদের ঝুঁকির বিষয়টি বাদ দেওয়ার প্রবণতা বয়স বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে, যা মূলত অসম এবং অপর্যাপ্ত পরিষেবার দিকে পরিচালিত করে। আমাকে আরও জানানো হয়েছে যে, এই কৌশল, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির বেশিরভাগই এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

সভা চলাকালীন আমাকে জানানো হয়েছে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (ইউনিয়ন এবং উপজেলা) প্রায়ই জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের ক্ষেত্রে জনগণকে সহায়তা প্রদান করে এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, তারা বছরে তিন থেকে চারবার দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকেন , কিন্তু যে পরিমান দুর্যোগে ভোগেন সে তুলনায় সহায়তার সংখ্যা অপ্রতুল। বয়স্ক ব্যক্তিরা আমাকে এও বলেছেন কীভাবে তারা জরুরি উদ্বাসন-পরিবহন, উপযুক্ত স্যানিটারি সুবিধাসহ আশ্রয়, খাবার, সুপেয় পানি এবং ওষুধ খুঁজে পেতে প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, সাহায্যের জন্য প্রাথমিকভাবে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের উপর নির্ভর করেন। আমি আরও জেনেছি যে অনেককে তাদের এলাকা ছেড়ে যেতে হয়েছে এবং এখন নতুন গ্রামে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি হিসাবে বসবাস করছেন।

সরকার, স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা আমাকে বন্যাপ্রবণ এবং ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ এলাকাসমূহের আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি প্রতিবন্ধীসহ বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সহজলভ্য। আমি জানতে পেরে উদ্বিগ্ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যেগুলোকে আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই বিপর্যয়কালীন সময়ে বার্ধক্য-বান্ধব নয় এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত নয়।

সভার সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বয়স্ক ব্যক্তিদের স্থিতিস্থাপকতা দেখে আমি অবাক হয়েছি। আমার পরিদর্শিত সম্প্রদায়গুলোর বয়স্ক ব্যক্তিদের এই দুর্যোগের প্রতিকূলতায় সাড়া দেওয়ার এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা রয়েছে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য সরকারের জরুরী এবং অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য। এই ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার প্রবণতা অন্যান্য সকলের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা, তাদের অক্ষমতা এবং জেন্ডার বিবেচনায় নিতে হবে। স্থানীয়, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায়

বয়স্ক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ এবং অবদান আরও উপযুক্ত বয়স-বান্ধব জলবায়ু পদক্ষেপকে উৎসাহিত করবে।

*** রোহিঙ্গা বয়স্ক ব্যক্তিরা**

গত ১১ দিনে কক্সবাজার ভ্রমণ করতে না পারলেও, বেশ কয়েকজন অংশীদার আমাকে রোহিঙ্গা বয়স্ক শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। ২০১৭ সাল থেকে প্রায় দশ লাখ (এক মিলিয়ন) শরণার্থীকে তাদের ভূখণ্ডে আশ্রয়দানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। কক্সবাজারের শরনার্থী শিবিরেগুলোর বয়স্ক শরণার্থীদের জীবনযাত্রার অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কেও আমাকে জানানো হয়েছে। জলবায়ু সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ যেমন বন্যা, ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধস ইত্যাদির কারণে বেশিরভাগ বয়স্ক শরনার্থী সুপেয় পানি, বয়স-বান্ধব স্যানিটারি সুবিধা বা নিয়মিত প্রাথমিক বা বয়স-নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবার সঠিক সুবিধা পাচ্ছেন না । অনেক রোহিঙ্গা বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় ওষুধ পেতেও সমস্যা হচ্ছে।

আমি শিবিরের মধ্যে উপশম পরিচর্যার জন্য ছয়টি কেন্দ্র স্থাপনসহ বয়স্ক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাহিদা এবং অধিকারগুলোকে সমাধান করার জন্য বেসরকারি সংস্থা এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলির নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। আমি উদ্বেগের সাথে জানাচ্ছি যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তার জন্য বরাদ্দকৃত আন্তর্জাতিক সহায়তা হ্রাসের সিদ্ধান্ত ৪ শতাংশ বয়স্ক রোহিঙ্গাদের অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত করবে। আমি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে কাজ করা সমস্ত অংশীদার প্রতিষ্ঠানকে বয়স্ক ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতি সুনির্দিষ্ট মনোযোগ দিতে এবং তাদের জরুরি সাড়া-প্রদান কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানাই।

*** শহরাঞ্চলের বস্তিতে বসবাসকারী বয়স্ক ব্যক্তিরা**

একটি পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বৃদ্ধ বয়সে দরিদ্র থাকার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি গ্রহণেরই নামান্তর। কিছু মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা ছাড়া বস্তি এলাকাগুলোতে অত্যন্ত অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বসবাস করে। চট্টগ্রামের শহীদ নগরের একটি সম্প্রদায় পরিদর্শন করেছি, যেখানে বেশিরভাগ বয়স্ক ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং এখনও কোটার কারণে বয়স্ক ভাতা (ওএএ) তে প্রবেশাধিকার পায়নি। এই সম্প্রদায়ের বয়স্ক ব্যক্তিরা জমির মালিকদের দ্বারা ক্রমাগত হয়রানির শিকার হওয়ার কথাও বর্ণনা করেছেন। জমির মালিকরা তাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের হুমকি দেয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ তাদের পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ব্যবস্থাপনাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

আমি ঢাকার জেনেভা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি, যেখানে বিহারী সম্প্রদায় বা "স্ট্রান্ডেড পাকিস্তানীরা" বস্তির মতো পরিবেশে বসবাস করছে। ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তে বাংলাদেশী নাগরিকত্ব মঞ্জুর করা সত্ত্বেও, বয়স্ক বিহারীরা চরম সামাজিক বহিস্করণ পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। সুপেয় পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন সুবিধার দুর্বল ব্যবস্থাসহ

শিবিরটিতে রয়েছে উপচে পড়া ভিড়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিহারীদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত বৈষম্যের বিষয়টি প্রবীণ ব্যক্তিদের বলা ঘটনাগুলোতে স্পষ্ট হয়েছে , বিশেষ করে, কর্মসংস্থান এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলোর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে।

*** বয়স্ক ব্যক্তিরা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত**

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শনের সময় দেখে খুশি হয়েছি যে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড রয়েছে। আমাকে জানানো হয়েছে, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে। তবে স্ক্যাবিস, ডায়াবেটিস এবং অ্যালার্জিতে ভুগছেন এমন বয়স্ক কয়েদিদের কাছ থেকে শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছি, এই রোগগুলোর সম্ভাব্য কারণ কারাগারের অতিরিক্ত ভিড় কিংবা ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ মানুষের সংকুলান । এটাও একটি উদ্বেগের বিষয় যে, “প্রবীণ নাগরিক” ওয়ার্ডের কিছু বন্দী পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের বিচারের জন্য অপেক্ষা করছেন। কারা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আমার বেশ কয়েকজন বয়স্ক বন্দীর সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বয়স্ক বন্দীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার জন্য যে অনুরোধ করেছিলাম কারা কর্তৃপক্ষ তা রাখতে পারেনি।

বিভাজন এবং বৈষম্যের বিভিন্ন ধরণ

*** বয়োবৃদ্ধ নারী**

যদিও বাংলাদেশ গত কয়েক দশক ধরে লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যবধান হ্রাস করার লক্ষ্যে ভূয়সী অগ্রগতি সাধন করেছে, বয়স্ক নারীরা তাদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য এবং অসমতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বয়স্ক নারীরা, বিশেষ করে, ধর্মীয় আইনের অধীনে বৈষম্যমূলক সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার আইন দ্বারা ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই ধরনের আইনগুলো বয়স্ক নারীদের তাদের আত্মীয়দের দ্বারা আর্থিক নির্যাতিত হওয়ার এবং জমি ও সম্পত্তি দখলের ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এগুলো পরবর্তীতে তাদেরকে সহায় সম্বলহীন হতে বাধ্য করে। বয়স্ক নারীদের উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে এমন বৈষম্যমূলক আইন এবং বিধান বাতিল করার জন্য আমি সরকারের প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

ক্ষুদ্রঋণ ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যদিও এই ধরনের কর্মসূচি প্রশংসনীয়, কিন্তু ঝুঁকিতে থাকা নারীদের গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সী নারীদের বাদ দেয়। এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সদ্য নির্মিত দুর্বল নারী সুবিধা প্রোগ্রাম, যা একটি সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা প্রকল্প হিসাবে কাজ করে, ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সী বিধবা বা অবিবাহিত নারীদের

সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য কাজ করছে। এই ধরনের কর্মসূচী সাহায্যপ্রার্থী হাজার হাজার বয়স্ক বাংলাদেশী নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখবে।

* প্রতিবন্ধী বয়স্ক ব্যক্তি

প্রতিবন্ধী বয়স্ক ব্যক্তিরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। বয়স এবং অক্ষমতা বিভাজন এবং বৈষম্য বাড়াতে পারে।

আমি জেনে সন্তুষ্ট যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রতি মাসে ৮৫০ টাকা পাওয়ার জন্য বিবেচিত। তবে, বেশ কিছু বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, এই পরিমাণ টাকা তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত খরচ মেটাতে অপর্যাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবন্ধী বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রোথেসিস বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করতে পারে এমন অস্ত্রোপচারের সামর্থ্য রাখে না।

আমার আলোচনার সময়, আমাকে আরও বলা হয়েছিল যে, ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়ছে এবং তারা বেশিরভাগই তাদের পরিবারের দ্বারা অবহেলিত। প্রকৃতপক্ষে, ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের পারিবারিক আত্মীয়রা জানাচ্ছে যে, তারা আক্রান্ত ব্যক্তির যত্ন ও সহায়তা প্রদানের জন্য অপ্রস্তুত। আমি জেনে খুশি যে, সরকারের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নির্দিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে, এবং আমি দৃঢ়ভাবে কর্মকর্তাদের বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি আরও মনোযোগ দিতে এবং মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে ডিমেনশিয়া সমস্যাটির সমাধান করার জন্য উৎসাহিত করি। স্মৃতিভ্রংশের সাথে জড়িত নিয়তিবাদ এবং কলঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সচেতনতা বাড়ানোর প্রচারাভিযান শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* বয়স্ক এলজিবিটি ব্যক্তি

সুশীল সমাজ সংস্থার প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাকে জানানো হয়েছে যে, বয়স্ক ট্রান্সজেন্ডার নারীরা, যাদের হিজরাও বলা হয়, তারা প্রকাশ্যে তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে পারে। তবে, এটি অন্যান্য যৌন এবং লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বয়স্ক এলজিবিটি ব্যক্তিরা বৈষম্য, সামাজিক প্রত্যাখ্যান, হয়রানি, আক্রমণ এবং ঘৃণার সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবার ও সম্প্রদায়ের সহযোগিতার অভাব বয়স্ক এলজিবিটি ব্যক্তিদের বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং অপব্যবহার

বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার কথা খুব কমই সামনে তুলে ধরা হয় এবং বাংলাদেশে এটি একটি না-বলা বাস্তবতা হিসাবে রয়ে গেছে, অথচ সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, সহিংসতার ঘটনা বাড়ছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া নির্যাতন এবং অবহেলার শিকার হতে পারে। যেহেতু বেশিরভাগ বয়স্ক ব্যক্তিরা একান্নবর্তী পরিবারে থাকেন, তারা প্রায়শই প্রতিশোধের ভয় পান যদি তারা আত্মীয়দের কাছ থেকে অবহেলা বা

অপব্যবহারের জন্য আদালতে মামলা করেন। তারা ভয় পান যে, সহিংসতার খবর জানাজানি হয়ে গেলে তাদের সন্তানেরা সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দিবে। উপরন্তু লজ্জার কারণে বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার খবর প্রচার করা হয় না। বয়স্ক ব্যক্তিরা বর্ণনা করেছেন যে, সহিংসতা এবং অবহেলার ঘটনাগুলো সাধারণত অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়। আমি আহ্বান করছি যে, সরকার যেন বয়স্ক ব্যক্তি এবং তাদের সন্তান উভয়ের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা চালায়। ওএএ-এর পরিমাণ বৃদ্ধি সহিংসতার আরও ঘটনা সামনে তুলে ধরতে অবদান রাখতে পারে, কারণ তখন বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের উপর ততটা নির্ভর করবে না।

যদিও বয়স্ক নারীরা গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীনে সুরক্ষিত হতে পারে, আমি বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কে আইনি সুরক্ষা এবং প্রতিরোধের ফাঁক নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমি বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলা করার জন্য এবং বিভিন্ন বয়সের নারীদের প্রতি সহিংসতার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে আইনি সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।

সন্তানদের কাছ থেকে তাদের বয়স্ক বাবা-মায়ের প্রতি আর্থিক নির্যাতনও বাড়ছে বলে মনে হয় এবং এর কোনো সুরাহা হয়নি। বয়স্ক ব্যক্তিদের মোবাইল ফোনে ওএএ-এর ডিজিটাল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের প্রবর্তন তাদেরকে এই ধরনের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য দৃশ্যমান একটি উন্নতি ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বয়স্ক মানুষ একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করার মতো সামর্থ্য রাখেন না।

আমি বয়স্ক ব্যক্তিত্ব যারা রাজনীতিতে নিযুক্ত বা জড়িত বা দেশের সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন বা রেখেছেন তাদের হয়রানি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি জানতে পেরে উদ্বিগ্ন। বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ ধরণের নির্যাতন তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির এবং কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য বয়সী মানুষের মতোই বয়স্ক ব্যক্তিদের তাদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার পুরোপুরি ভোগ করতে দেওয়া উচিত। ২০২৩ সালের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে, আমি বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বজায় রাখার অধিকার নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই।

উপসংহার

যেমনটি আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে উল্লেখ করেছি, আমার মন্তব্যসমূহ একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং অবশ্যই সমস্ত বিষয়কে ব্যাপকভাবে তুলে ধরে না। আমি আমার সফরের সাথে সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যগুলো আরও বিশ্লেষণ করব এবং ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে পেশ করতে যাওয়া প্রতিবেদনে আমার ফলাফলগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করব।

আমি বিশ্বাস করি, ২০১৩ সালের বয়স্ক ব্যক্তিদের জাতীয় নীতির দশটি অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে তৈরি বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি সাধারণ মূল্যায়ন বিদ্যমান ঘাটতিগুলো ব্যাপকভাবে চিহ্নিত করতে এবং দক্ষতার সাথে সেগুলোকে সমাধান করতে সহায়ক

হবে। জাতিসংঘ এবং সুশীল সমাজ সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমি সরকারকে এই জাতীয় মূল্যায়ন করার জন্য সুপারিশ করছি। এই ধরনের মূল্যায়নের ফলাফল সরকারকে বয়স্ক ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য তার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করার পাশাপাশি বার্ধক্য সম্পর্কিত ভিয়েনা ঘোষণা এবং মাদ্রিদ ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান অফ অ্যাকশন অন এজিং বৃদ্ধি এবং টেকসই ও পর্যাপ্ত অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমি বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা অনুসারে আলাদা আলাদা ডাটা সংগ্রহের জন্য আরও জোর আহ্বান জানাই। বয়স্ক ব্যক্তিদের বর্তমান পরিস্থিতি প্রতিফলিত করতে এবং সমস্ত সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যকরভাবে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ অপরিহার্য।

আমি বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করতে চাই এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা যাতে তাদের মানবাধিকার পুরোপুরি ভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে সদা প্রস্তুত।

আপনাদের সবিশেষ মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।